যায়যায়দিন

তারিখ ... 25 JUN 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৩ ...

পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস

ইতিহাস বিকৃতি যেন আর না হয়

২০১০ সালে মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যবইয়ে ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণসহ মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস সংযোজন করা হচ্ছে। স্বাধীনতা লাভের ৩৮ বছরের বিভিন্ন পর্যায়ে স্বাধীনতাবিরোধী চক্র মুক্তিযুদ্ধের যে বিকৃত ইতিহাস কোমলমতি শিশু-কিশোরদের কাছে উপস্থাপন করেছে, তা বাদ দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে গঠিত কমিটি মঙ্গলবার শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের কাছে সুপারিশমালা হস্তান্তর করেছে। কমিটির প্রধান অধ্যাপক মমতাজউদ্দীন আহমদ শিক্ষামন্ত্রীর কাছে এ সুপারিশমালা হস্তান্তর করেন। এ সুপারিশমালার আলোকে ২০১০ সাল হতে ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করা হবে। পাঠ্যপুস্তকে সংবিধানে উল্লিখিত 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' এবং ১৯৭১ সালের রণাঙ্গন থেকে মায়ের কাছে লেখা 'একজন মুক্তিযোদ্ধার চিঠি' সংযুক্ত করা হবে।

পাঠ্যপুস্তকে বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার ইতিহাস বিষয়ে বিভ্রান্তিকর ও মিথ্যা যেসব তথ্য সংযোজন করা হয়েছিল, সেসব মিথ্যাকে বাদ দিয়ে সঠিক ইতিহাস তুলে ধরতে গঠিত কমিটি অক্লান্ত পরিশ্রম করে সঠিক ইতিহাস সংযোজনের সুপারিশ পেশ করায় শিক্ষামন্ত্রী কমিটির সদস্যদের ধন্যবাদ জানান। এর জবাবে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস সংযোজন সুপারিশ কমিটির সভাপতি অধ্যাপক মমতাজউদ্দীন আহমদ জানান, তারা সততা, নিষ্ঠা, জাতির প্রতি দায়বদ্ধতা ও দেশপ্রেমকে অগ্রাধিকার দিয়ে সুপারিশমালা প্রণয়ন করেছেন। কারো প্রতি অনুরাগ বা বিরাগভাজন হয়ে তারা সুপারিশমালা প্রণয়ন করেননি বলে জানিয়েছেন।

কমিটির তৈরি সুপারিশমালায় ষষ্ঠ শ্রেণীর চারুপাঠে 'রক্তে লেখা মুক্তিযুদ্ধ' গল্পটি বাদ দিয়ে 'একজন মুক্তিযোদ্ধার চিঠি', আনন্দ পাঠে আহমদ মাজহারের একটি লেখা বাদ দিয়ে আনোয়ারা সৈয়দ হকের 'কাঠের পা' সংযোজনের সুপারিশ করা হয়েছে। সপ্তম শ্রেণীর সপ্তবর্ণায় ইব্রাহীম খাঁর 'ভাঙাকুলা' বাদ দিয়ে রণেশ দাশগুপ্তের 'মাল্যদান' গল্প, মাহবুবুল হকের 'কলে গড়া নকল মানুষ' বাদ দিয়ে মুহম্মদ জাফর ইকবাল রচিত 'সবার জন্য কম্পিউটার' প্রবন্ধটি অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করা হয়েছে। একই শ্রেণীর আনন্দ পাঠে সংযুক্তির সুপারিশ করা হয়েছে অজিত গুহ রচিত 'বুলু' গল্প, ইমদাদুল হক মিলন রচিত 'উনিশশো একাত্তর' ও উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী রচিত 'দুষ্ট বাঘ'। অষ্টম শ্রেণীর সাহিত্য কণিকায় সংযুক্ত করার সুপারিশ করা হয়েছে 'রবীন্দ্রনাথের কথা', দ্বিজেন শর্মা রচিত 'গাছের সঙ্গে জীবন', বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ- 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তৈলচিত্রের ভূত'। নবম-দশম শ্রেণীর মাধ্যমিক বাংলা সঙ্কলনে 'তথ্যপ্রযুক্তি', কবি নির্মলেন্দু গুণের 'স্বাধীনতা, এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো', সামাজিক বিজ্ঞানে 'বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা ও ঘোষণাপত্র' শীর্ষক অধ্যায় সংযোজন করার সুপারিশ করা হয়েছে। এছাড়া এসব বইয়ের বিভিন্ন শব্দ, লাইন, বাক্য ইত্যাদির বিয়োজন, পরিবর্তন ও সংযোজন করার সুপারিশ করা হয়েছে। স্বাধীনতার ঘোষণা প্রসঙ্গটি দ্বিতীয় শ্রেণীর বাংলা থেকে শুরু করে নবম শ্রেণীর সমাজ বা সামাজিক বিজ্ঞান বই পর্যন্ত একই তথ্য উপস্থাপন করার সুপারিশ করা হয়েছে। সুপারিশে বলা হয়েছে, বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চ স্বাধীনতার ডাক দেন। ২৬ মার্চ মধ্যরাতে গ্রেপ্তারের আগে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ২৭ মার্চ মেজর জিয়া স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন।

মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত কমিটি যে সুপারিশমালা প্রণয়ন করেছে, আমরা মনে করি, বর্তমান সরকার সেগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করলে এ দেশের নতুন প্রজন্ম স্বাধীনতার প্রেক্ষাপট, স্বাধীনতা ঘোষণা, স্বাধীনতার স্থপতি ও বাঙালি জাতির জনক বিষয়ে সঠিক দিকনির্দেশনা পাবে। তাই এ সুপারিশগুলো সঠিকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে অন্তর্ভুক্ত ও বাস্তবায়ন করতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস বাস্তবায়ন করতে গিয়ে সর্বাগ্রে বিবেচনা করতে হবে, পরে কেউ যেন এই অন্তর্ভুক্তিতে হাত দিতে না পারে। প্রায় সময়ই দেখা যায়, সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পাঠ্যবই পরিবর্তন হয়ে যায়। তাই পাঠ্যবইয়ে যেন কেউ সহজে হাত দিতে না পারে, সে জন্য সংবিধানে ধারা অন্তর্ভুক্ত করে ব্যবস্থা নিতে হবে। এর পাশাপাশি উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ে কীভাবে স্বাধীনতার সঠিক ইতিহাস সংযোজন করা যায়, তা নিয়েও চিন্তা করতে হবে।

প্রায় সময়ই দেখা যায়, সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পাঠ্যবই পরিবর্তন হয়ে যায়। তাই পাঠ্যবইয়ে যেন কেউ সহজে হাত দিতে না পারে, সে জন্য সংবিধানে ধারা অন্তর্ভুক্ত করে ব্যবস্থা নিতে হবে। এর পাশাপাশি উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ে কীভাবে স্বাধীনতার সঠিক ইতিহাস সংযোজন করা যায়, তা নিয়েও চিন্তা করতে হবে।